প্রথম আলো

20 OCT 2016
তারিখ 25 OCT 2016
পৃষ্ঠা 20 কলাম 6

ধর্ষণের শিকার ছাত্রীকে স্কুল থেকে বহিষ্কার!

নিজস্ব প্রতিবেদক, রংপুর ●

রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলায় নবম শ্রেণির এক স্কুলছাত্রী ধর্ষণের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনার পর তাকে স্কুলে আসতে 'না' বলে দেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর জেলা প্রশাসকের হস্তক্ষেপে গত বুধবার স্কুলে ফিরেছে ওই ছাত্রী। গ্রেপ্তার করা হয়েছে প্রধান অভিযুক্তকে।

উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ ও ওই ছাত্রীর পরিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বিদ্যালয়সংলগ্ন বাজারে রাশেদুল ইসলাম (২২) নামের এক যুবকের একটি স্টুডিও রয়েছে। গত ১১ সেপ্টেম্বর দুপুরে ওই স্টুডিওতে ছবি তুলতে যায় ওই ছাত্রী। ছবি তুলতে গিয়ে স্টুডিওর ভেতরেই ছাত্রীটি গণধর্ষণের শিকার হয়। ওই দিনই ছাত্রীটির মা বাদী হয়ে রাশেদুলসহ পাঁচজনকে আসামি করে মিঠাপুকুর থানায় মামলা করেন এবং মেয়েকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। মামলা করায় ক্ষিপ্ত হয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ওই দিন বাদীর বাড়িতে গিয়ে মামলা তুলে নেওয়ার হুমকি দেন। ঈদের বন্ধের পর ১৭ সেপ্টেম্বর ছাত্রীটি স্কুলে গেলে তাকে আর স্কুলে না আসতে বলে দেন প্রধান শিক্ষক। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের হুমকি ও সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় বিষয়টি আর কাউকে জানায়নি ছাত্রীটির পরিবার।

তবে বিভিন্নভাবে বিষয়টি জানাজানি হলে জেলা প্রশাসক রাহাত আনোয়ারের

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

ধর্ষণের শিকার ছাত্রীকে

শেষ পৃষ্ঠার পর

নির্দেশে গত বুধবার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মামুন অর রশীদ মেয়েটির বাড়িতে যান এবং তাকে বিদ্যালয়ে নিয়মিত যাওয়া-আসার বিষয়ে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন। তাকে পাঁচ হাজার টাকাও দেন ইউএনও। সেই সঙ্গে ছাত্রীকে বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ে নিয়ে যান তিনি।

মামুন অর রশীদ গতকাল মুঠোফোনে *প্রথম আলো*কে বলেন, 'এমন একটি অমানবিক ঘটনা দেরিতে জানার পর জেলা প্রশাসক স্যার আমাকে মেয়েটির পক্ষে সব ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। এরপর আমি বুধবার মেয়েটির বাড়ি যাই। বিদ্যালয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে ক্লাসে সহপাঠীদের সঙ্গে বসিয়ে দিই।'

এ ঘটনায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কী নেওয়া হলো জানতে চাইলে ইউএনও বলেন, বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনিছুর রহমান গতকাল মুঠোফোনে *প্রথম আলো*কে বলেন, 'ওই ছাত্রীকে বহিষ্কার করে আমরা অনেক বড় ভুল করেছি।'

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি লুৎফর রহমান এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

মিঠাপুকুর থানার ওসি হুমায়ুন কবির বলেন, বুধবার রাতে প্রধান আসামি রাশেদুলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।